সর্বদা সত্য কথা বলুন

07 May 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

সর্বদা সত্য কথা বলুন

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
সত্যবাদী রাখাল..... 5
আল্লাহ ওয়ালা কে?..... 6
সত্য বলার গুরুত্ব..... 7
সত্য ও মিথ্যার সংজ্ঞা..... 8
সর্বদা সত্য বলা ব্যক্তির কথার বরকত..... 9
সত্যবাদীতা আখিরাতে উপকার দিবে..... 10
বন্ধুত্ব কার সাথে করবেন?..... 11
প্রতিটি আমলেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে..... 13
সত্যের বরকত..... 14
সত্য বলার দশটি উপকার..... 14
খুবই সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে..... 15
(১) সত্যের কারণে উচ্চ মর্যাদা..... 16
সত্যতা হলো আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার মাধ্যম..... 17
মিথ্যার ভয়ানক পরিণাম..... 17
সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন..... 18
পোশাকের সুন্নাত ও আদব..... 19
ঘোষণা..... 20
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 21

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 21
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 21
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 22
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 22
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 22
(৬) দরূদে শাফায়াত: 23
(১) এক হাজার দিনের নেকী 23
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 23
পোশাক পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 24
শুকরিয়া আদায় করার দোয়া 24
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 25
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 26
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 28
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 28
মাসিক ৪টি নেক আমল 29
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 29
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 29

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ،وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ،وَكُتِبَتْ لَهُ سِوَى ذٰلِكَ عَشْرُحَسَنَاتٍ অর্থাৎ যে (ব্যক্তি)

আমার উপর দরুদ পড়ে, তার দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে, আমি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি এবং এছাড়াও তার জন্য দশ (১০)টি নেকী লিখে দেওয়া হয়। **(মু'জামু আউসাত, ১/৪৪৬, ১৬৪২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্যবাদী রাখাল

হযরত নাফে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا তার কিছু সাথীদের সাথে একটি সফরে ছিলেন, রাস্তায় তিনি এক জায়গায় থামলেন আর খাবারের জন্য দস্তরখানা বিছালেন, ইতিমধ্যে এক রাখাল (অর্থাৎ ছাগল পালক) আসল। হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

বলেন: আসুন! দস্তরখানা থেকে কিছু খেয়ে নিন, সে আরজ করল: আমি রোযাদার, হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি কি এই গরমের দিনেও রোযা রাখো অথচ তুমি পাহাড়ে ছাগল চড়াচ্ছো? সে বলল: আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এটা এজন্য করছি যেন জীবন অতিবাহিত করে উভয়টির বিনিময় নিতে পারি। হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওই পরহেযগার লোকের পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছায় বললেন: তুমি কি তোমার এই ছাগলগুলো থেকে আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করবে? এটার মূল্য ও মাংস তোমাকে দিয়ে দিব যাতে তুমি রোযার ইফতার করতে পারো, সে উত্তর দিল: এই ছাগলগুলো আমার না, আমার মালিক। হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন: মালিককে বলে দিও যে নেকড়ে (Wolf) নিয়ে গেছে, গোলাম বলল: তাহলে আল্লাহ পাক কই? (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তো দেখছেন, তিনি তো হাকীকত জানেন এবং এটার জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন)। যখন হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা তাশরিফ নিয়ে গেলেন তখন তার মালিকের কাছ থেকে গোলাম ও সমস্ত ছাগলগুলো কিনে নিলেন, এরপর রাখালকে আযাদ তথা মুক্ত করে দিলেন এবং ছাগলগুলোও তাকে উপহার দিয়ে দিলেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/৩২৯, হাদিস: ৫২৯১। মিথ্যুক চোর, পৃ:১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ ওয়ালা কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে বোঝা গেল! ✯ আল্লাহ ওয়ালা হলো তারাই যারা সর্বদা সত্য কথা বলে এবং খোদাভীতিতে ডুবে থাকে। ✯ শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করেন না।

☆ দ্বীনের বিধানের উপর আমল করে। হায়! আমরাও যেন আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসারী হয়ে যায়। দুনিয়ার জন্য নয় বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই এবং মাখলুকের পরিবর্তে শরীয়তের অনুসারী হয়ে যাই।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্য বলার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো “জিহ্বা”, সাধারণত জিহ্বা হলো মাংসের একটি ছোট টুকরো, কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান একটি নেয়ামত। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার জান্নাত আর ভুল ব্যবহার দোযখে প্রবেশ করাতে পারে। যদি কেউ নিজের জিহ্বাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে হৃদয় থেকে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করে নেয় তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী হলো: مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَجَبَتْ لَه الْجَنَّةُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(মুস্তাদরাক, ৫/৩৫৬, হাদিস: ৭৭১৩)

যদি এই জিহ্বা مَعَاذَ الله (আল্লাহ পাকের পানাহ), আল্লাহ পাকের নাফরমানীর মধ্যে চলে তাহলে অনেক বড় বিপদের কারণ হতে পারে, যেমন:

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: মানুষের অধিকাংশ পাপ তার জিহ্বা দ্বারা হয়ে থাকে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৪০, হাদিস: ৪৯৩৩)

অতএব বিবেকবান হলো সে, যে জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করে এবং সেটাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা থেকে হেফাযত করে, নিজের জিহ্বাকে অহেতুক আলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, কাউকে গালমন্দ করা থেকে হেফাযত করে, কারো মনেকষ্ট দেওয়া থেকে নিরাপদে রাখে।

মনে রাখবেন! জিহ্বার সঠিক ব্যবহার অনেক উপকারের হকদার বানিয়ে থাকে পক্ষান্তরে জিহ্বার অপব্যবহার অনেক উপকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক ক্ষতিসাধন করে থাকে। সুতরাং জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করার অভ্যাস গড়া উচিত।

জিহ্বার ভালো ও সঠিক ব্যবহারের একটি দিক হলো সত্য বলা পক্ষান্তরে এই জিহ্বার ভুল ব্যবহারের আরেকটি দিক হলো মিথ্যা বলা। সত্য বলার অসংখ্য বরকত রয়েছে, সর্বদা সত্য বলা লোককে দুনিয়াতে গুরুত্বের চোখে দেখা হয় পক্ষান্তরে মিথ্যার অসংখ্য অনিষ্টতা রয়েছে, এসবের মধ্যে একটি হলো মিথ্যাবাদী লোক দুনিয়াতেও অপদস্ত ও অপমানিত হয়ে থাকে, লোকেরাও তার উপর আস্থা রাখে না এবং তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

সত্য ও মিথ্যার সংজ্ঞা

মনে রাখবেন! বাস্তবতা অনুযায়ী কথা ও কাজের হওয়াটা সত্য পক্ষান্তরে ঘটনার উল্টো কাজ করা মিথ্যা। সত্য বলার অভ্যাস গড়ার জন্য

জরুরী হলো সর্বদা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা। সাধারণত বান্দা এটা মনে করে যে, একবার মিথ্যা বলার দ্বারা কিছু হবে না অথচ এই একবারের মিথ্যা বলাটা সত্যের সমস্ত ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

সর্বদা সত্য বলা ব্যক্তির কথার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি বান্দা সর্বদা সত্য বলতে থাকে, কখনো মিথ্যার অপবিত্রতায় লিপ্ত না হয় তবে সত্যের অনেক বরকত প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেমন:

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমনিভাবে খেজুর চারার সূচনা একটি ঢাল থেকে হয়ে থাকে, ওই সময় এই ঢালটি এমন দুর্বল থাকে যে, একটা বাচ্চাও সেটাকে উপড়ে ফেলতে বা ছাগলও খেয়ে নিতে পারে তখন সেটির গোড়া নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর যখন ওই চারা গাছের গোড়ায় লাগাতার পানি দেওয়া হয় যা দ্বারা ক্রমাগত পুষ্টি পেতে থাকে অবশেষে সেটার একটি মযবুত শিকড় গড়ে ওঠে, এরপর সে-ই একটি ছোট চারাগাছ যেটা অনেক দুর্বল ছিল এখন সেটা ছায়াও দিচ্ছে, ফলও দিচ্ছে। একইভাবে সততাও প্রাথমিক পর্যায়ে হৃদয়ে মধ্যে দুর্বল থাকে। বান্দা সেটার পরিচর্যা করতে থাকে, মিথ্যা থেকে বাঁচতে থাকে এবং সততার ছোট চারাগাছটিকে লালন-পালন করতে থাকে, এই পরিচর্যার কারণে আল্লাহ পাক সততাকে দৃঢ়তা দান করেন, সত্যবাদী লোকের উপর বরকত দান করেন। অতঃপর সত্য বলা ও সততার সংরক্ষণ করার কারণে বান্দা ওই স্থানে পৌঁছে যায় যে, তার কথা গুনাহগার ও পাপীদের ব্যাধির জন্য প্রতিষেধকের কাজ করতে থাকে। এই কথাটি বলার পর হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি এমন লোকদের

দেখেছ যারা এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে? এরপর স্বয়ং নিজেকে সম্বোধন করে বললেন: হ্যাঁ! কেন নয়!' আল্লাহ পাকের শপথ! আমরা এমন লোকদের দেখেছি আর তিনি হলেন হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, তিনি হলেন হযরত সায়িদ বিন জুবাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং এদের মত সৌভাগ্যবান লোক রয়েছে, তাঁরা হলেন ওইসব লোক যাঁদের একটি কথায় আল্লাহ পাক হাজার হাজার মানুষকে জীবন দান করেন অর্থাৎ তাঁদের কথা শুনে আল্লাহ পাকের রহমতে হাজার হাজার লোক খারাপ রাস্তা বাদ দিয়ে নেকীর রাস্তার মুসাফির হয়ে যায়। **(আল্লাহ ওয়ালো কী বা'তে, ২/৫৪৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্যবাদীতা আখিরাতে উপকার দিবে

হে আশিকানে রাসূল! প্রতীয়মান হলো! সততার অনেক বরকত রয়েছে। সততা এমন একটি গুণ যেটা না শুধুমাত্র এই দুনিয়াতে বান্দার সাফল্য বয়ে আনে বরং পরকালেও সত্যবাদী লোক সফলতা অর্জন করবে। কুরআনুল কারীমে একদম স্পষ্টভাবে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেমনটি পারা: ৭, সূরা মায়িদা আয়াত নম্বর ১১৯ এ ইরশাদ করেন:

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًاؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: 'এটা হচ্ছে ওইদিন, যার মধ্যে সত্যবাদীদের সত্যতা তাদের কাজে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেগুলোর মধ্যেই থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হযরত আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে কারীমের ব্যাখ্যায় যা কিছু বলেছেন, সেটার সারাংশ কিছুটা এরকম: ✯ সত্য বলা লোকদের কিয়ামতের দিন সত্য উপকার দিবে। ✯ দুনিয়াতে বলা মিথ্যা ও ধোকা কিয়ামতের দিন কোন অবস্থাতেই উপকার দিবে না বরং উল্টো ফাঁসিয়ে দেবে । ✯ বিবেকবান লোকদের সত্যবাদীতার রাস্তায় চলার চেষ্টা করা উচিত। ✯ সততা অবলম্বন করা বান্দাকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করে।

(রুহুল বয়ান, আয়াতের পাদটীকা: ১১৯, ২/৪৬৭-৪৬৮)

অপর এক স্থানে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় লেখা রয়েছে : অর্থাৎ ওইসব লোকদের সাথী হয়ে যাও যারা ঈমানের ক্ষেত্রে সত্যবাদী, যারা مُخْلِص (একনিষ্ঠতার নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়েছে) এবং যারা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একনিষ্ঠাতার সাথে সত্যায়ন করে।

(সিরাতুল জিনান, ৪/২৫৭)

বন্ধুত্ব কার সাথে করবেন?

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত আয়াত এবং এটার তাফসীর থেকে সুস্পষ্ট যে ✯ তাঁদের সাথে থাকুন যারা নেককার। ✯তাঁদের সংস্পর্শ অবলম্বন করুন যারা পরহেযগার। ✯ তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখুন যারা শরীয়তের উপর আমলকারী। ✯ তাদেরকে বন্ধু বানানো দরকার যারা নিয়মিত নামায আদায়কারী। ✯ তাদের সাথে থাকা উচিত যারা

আল্লাহ পাককে ভয় করে। ✯ তাদের সান্নিধ্যে থাকা প্রয়োজন যারা আশিকে রাসূল। ✯ তাদের সাথে থাকা উচিত যারা সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ কে ভালোবাসেন। ✯ তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা দরকার যারা আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকে। ✯ তাদের সংস্পর্শে থাকা উচিত যারা মৃত্যু,কবর, হাশরের ময়দান এবং দোযখের ভয়ে কান্না করে। তাদের সংস্পর্শে থাকা উচিত যারা সুন্নাত ও শরীয়ত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে।

মনে রাখবেন! বন্ধু তার মেজাজ ও স্বভাব সম্পর্কে পরিচয় দানকারী। এজন্য বন্ধু তাকে বানানো দরকার যারা শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক চলে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: পাঁচ (৫) প্রকারের লোকের সংস্পর্শ অবলম্বন করবেন না!

১. অনেক বেশি মিথ্যা বলা ব্যক্তি: কেননা তুমি তার দ্বারা ধোকা (Cheating) খাবে, সে হলো মরুভূমির বালির মত, যাকে দেখতে পানির মত মনে হয়। সে তোমার দূরের ব্যক্তিকে কাছে করে দিবে আর কাছের লোককে দূরে ঠেলে দিবে।

২. বোকা লোক: কেননা তার থেকে তোমার কিছুই অর্জন হবে না, সে তোমার উপকার করতে চাইবে কিন্তু ক্ষতি করে বসবে।

৩. কৃপণ লোক: কেননা যখন তোমরা তাকে বেশি প্রয়োজন হবে তখন সে বন্ধুত্ব শেষ করে দিবে।

৪. কাপুরুষ লোক: কেননা সে বিপদের সময় তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

৫. ফাসিক লোক: কেননা সে তোমাকে এক লুকমা অথবা এর চেয়েও কম দামে বিক্রি করে দিবে। কেউ জিজ্ঞাসা করল: লুকমার চেয়ে কম কী? বললেন: লোভ রাখা আর সেটি না পাওয়া। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৪-২১৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি আমলেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! প্রতিটি আমলেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সত্য বলাটা যেহেতু একটি নেক আমল এবং ভালো কাজ এটারও প্রতিক্রিয়া (Reaction) ও হলো সর্বোত্তম। স্বয়ং হাদিসে মুবারকায় রয়েছে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সত্য বলার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আসুন! সত্য বলার প্রতি উৎসাহ প্রদান সম্বলিত দুইটি হাদিসে মুবারকা শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ করেন: তোমাদের উপর সত্য বলা আবশ্যক কেননা এটি নেকীর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং দুইটি জান্নাতে (নিয়ে) যায়।

(আল ইহসান, ৭/৪৯৪, হাদিস: ৫৭০৪)

(২) ইরশাদ করেন: নিশ্চয় সত্যতাই কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। লোক বরাবর সত্যি বলতে থাকে এই যে, সে অত্যন্ত সত্যবাদী হয়ে যায়। **(বুখারী, ৪/১২৫, হাদিস: ৬০৯৪)**

সত্যের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো! সত্যের অসংখ্য বরকত রয়েছে, যেমন ✯ সত্য বলা একটি নেকী। ✯ জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। ✯ কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। ✯ কল্যাণ পাওয়ার মাধ্যম। ✯ জান্নাতীদের আমল। ✯ দুনিয়াতে মুক্তি দেয়। ✯ কবর আলোকিত করার কারণ। ✯ আখিরাতেও উপকারের কারণ। ✯ সমাজে আলো ছড়িয়ে থাকে। ✯ সমাজ সুন্দর করে। ✯ মানসিক শান্তি দেয়। ✯ সত্যবাদী লোক সর্বদা উপকারের মধ্যে থাকে। ✯ সত্যবাদী লোককে মানুষ ভালোবাসে। ✯ মানুষকে বিশ্বাসপ্রবণ করে তোলে। ✯ লেনদেন ও ব্যবসায় বরকতের মাধ্যম হয়। মোটকথা দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক উপকারের কারণ হতে পারে। সুতরাং সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস গড়ুন এবং মিথ্যা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যের যেসব উপকারের কথা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো হৃদয়ে কান দিয়ে শুনুন, যেমন মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

সত্য বলার দশটি উপকার

(১) যে ব্যক্তি সত্য বলাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আল্লাহ (করীম) তাকে নেককার (ভালো কাজ সম্পাদনকারী) বানিয়ে দিবেন। (২) তার ভালো কাজের অভ্যাস হয়ে যাবে। (৩) সত্যের বরকতে সে ইন্তেকালের সময় নেককার থাকবে। (৪) মন্দ কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে। (৫) যে

আল্লাহ (পাকের) কুদরতি দৃষ্টিতে সিদ্দিক (অত্যন্ত সত্যবাদী) হয়ে যায় তার মৃত্যু ভালো হয়। (৬) সে প্রত্যেক প্রকারের আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। (৭) প্রত্যেক প্রকারের সাওয়াব পেয়ে থাকে। ✯ দুনিয়াবাসীও তাকে সত্যবাদী বলে ভালো মনে করতে থাকে। (৯) মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি সম্মান বসে যায়। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৪৫২)** (১০) সত্যবাদীতা এমন একটি নূর যেটা সত্য বলা লোকদের হৃদয়ের হেদায়েতের কারণ হয়ে থাকে, যেমনিভাবে তার স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে, ততটুকুই সে নূর অর্জন করে থাকে। **(রুহুল বয়ান, পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াতের পাদটীকা: ৩৫, ৭/১৭৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি সামনে আসে যে, সেখানে সত্য বলাটা খুব কঠিন আর সত্য থেকে সরে যাওয়াটা খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু মনে রাখবেন! যেমনিভাবে বালি দিয়ে তৈরী দালান যেকোন সময় প্রবল বাতাসে ঝুকে পড়ে, তেমনিভাবে মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দালানও কখনো না কখনো ঝুকে পড়বেই। এজন্য যেমনই বিপদ হোক না কেন, যেমন মুসিবতই হোক না কেন, সত্যের পথ থেকে সরে যাওয়া উচিত নয়। বাহ্যিকভাবে এটার এমন বরকত প্রকাশিত হয় যে, বান্দা বিস্মিত হয়ে যায়। আসুন! এরকম একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

খুবই সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে

বর্ণিত আছে: একদিন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কয়েকজন কয়েদী (Prisoners) কে হত্যা করাচ্ছিলো, একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল: হে বাদশাহ! তোমার উপর আমার একটি হক রয়েছে। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল: সেটা কী? বলতে লাগল: একদিন অমুক ব্যক্তি তোমাকে

গালমন্দ করছিল তো আমি তোমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম। হাজ্জাজ বলল: এটার সাক্ষী কে? সে বলল: আমি আল্লাহ পাকের ওয়াস্তা দিয়ে বলছি যে, এসব কথাগুলো যে শুনেছিল সে সাক্ষী দিবে। অন্য এক কয়েদী ওঠে বলল: হ্যাঁ! এই ঘটনাটি আমার সামনে হয়েছে। হাজ্জাজ বলল: আগে বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দাও, এরপর সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কিসের বাধা ছিল যে, তুমি এই বন্দীর ন্যায় আমাকে বাঁচাও নাই? সে সত্য বলতে গিয়ে বলল: "বাধা এটা ছিল যে, আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি পুরনো শত্রুতা ছিল।" হাজ্জাজ বলল: একেও মুক্তি দিয়ে দাও, কেননা সে অনেক সাহসিকতার সাথে সত্য বলেছে।

(ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান লি ইবনে খলকান, ১/২৮। মিথ্যুক চোর, পৃ:১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সত্যবাদী লোক কখনো ক্ষতির মধ্যে থাকে না বরং অনেক কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে, এজন্য সত্য বলার অভ্যাস করা উচিত। সত্য বলার দ্বারা না শুধুমাত্র দুনিয়া সুন্দর হয় বরং আখিরাতেও উপকার সাধিত হয়। সত্য বলার অভ্যাস আখিরাতের জন্য কত উপকারী আসুন! এই প্রসঙ্গে ২টি রেওয়ায়েত শ্রবণ করি:

(১) সত্যের কারণে উচ্চ মর্যাদা

হযরত বিশর বিন বকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে (স্বপ্নে) ওলামায়ে কেরামের একটি দলের সাথে জান্নাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত ইমাম মালেক বিন আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কোথায়? বললেন: তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী কারণে? বললেন: তাঁদের সত্যতার বিনিময়ে। **(আত তামহীদ, ১/৫৬)**

সত্যতা হলো আল্লাহ পাকের রহমত পাওয়ার মাধ্যম

হযরত আবু আব্দুল্লাহ রামলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত মানসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমার উপর দয়া করেছেন এবং আমাকে এমনকিছু দান করেছেন যেগুলো পাওয়ার আমার আশা ছিল না। আমি বললাম: ওটা কোন জিনিস যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ পাকের দিকে খুব ভালোভাবে মনোযোগী হয়ে থাকে? তিনি বললেন: সত্যতা।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো! সত্যতা এমন একটি আমল যেটা বান্দাকে আল্লাহ পাকের রহমতের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়, একইভাবে এটাও বোঝা গেল! মিথ্যা এমন একটি আমল যেটা বান্দাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য থেকে অনেক দূরত্ব করে দেয়। এছাড়াও মিথ্যার অনেক ধ্বংসলীলা রয়েছে। আসুন! হাদিসে মুবারকার মধ্যে বর্ণনাকৃত মিথ্যার কিছু মন্দ দিক সম্পর্কে শুনে নিই:

মিথ্যার ভয়ানক পরিণাম

✯ বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন সেটার দূর্গন্ধে ফেরেশতা তার থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। **(তিরমিযী, ৩/৩৯২, হাদিস: ১৯৭৯)** ✯ মিথ্যা বলা সবচেয়ে বড় ধোকা। **(আবু দাউদ, ৪/৩৮১, হাদিস: ৪৯৭১)** ✯ মিথ্যা হলো ঈমানের বিপরীত। **(মুসনদে আহমদ, ১/২২, হাদিস: ১৬)** ✯ মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা

ব্যক্তির জন্য ধ্বংস রয়েছে। **(তিরমিযী, ৬/১৪২, হাদিস: ২৩২২)** ✯ মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলা ব্যক্তি দোযখের এত গভীরে নিক্ষীপ্ত হয় যেটা আসমান ও জমিনের মাঝখানের দূরত্বের চেয়েও বেশি। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২১৩, হাদিস: ৪৮৩২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন

আজকাল দূর্ভাগ্যক্রমে মিথ্যা বলার অভ্যাসটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সত্য বলার অভ্যাস গড়ার ও মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য ভালো পরিবেশ থাকা অনেক জরুরী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে অন্যান্য আরও অনেক গুনাহসহ বিশেষ করে মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকার এবং সত্য বলার অভ্যাস গড়ার মানসিকতা দিয়ে থাকে, আমরা সকলে এই দ্বীনি মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, اِنْ شَآءَ الله! মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার ও সত্য বলার অভ্যাস হবে।

হে আশিকানে রাসূল! মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার ও সত্য বলার অভ্যাস গড়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। দাওয়াতে ইসলামী ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন করা, সত্য বলার অভ্যাস গড়ার যেখানে আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে সেখানে আরও একটি চমৎকার মাধ্যম হলো মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (আল মদীনাতুল ইলমিয়া) এর কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ অধ্যয়ন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলদের

প্রতি সাপ্তাহে একটি করে পুস্তিকা অধ্যয়ন করার ও শোনার জন্য না শুধুমাত্র উৎসাহিত করেন বরং রিসালা অধ্যয়নকারীদের তাঁর মূল্যবান দোয়া দ্বারাও ধন্য করেন, অতএব আপনিও হিম্মত করুন এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়াতে অংশ নেওয়ার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দানকৃত সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন করার বা শোনার অভ্যাস গড়ুন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক রিসালা পড়ার ও শোনার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "১৬৩ মাদানী ফুল" রিসালা থেকে পোশাকের কিছু সুন্নাত ও আদব শুনে নিই। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ✯ জ্বিনদের দৃষ্টি আর মানুষের পর্দার মাঝে অন্তরাল হলো এটি যে, যখন কেউ কাপড় খুলে তখন যেন بِسْمِ الله পাঠ করে। **(আল মু'জামু আউসাত, ২/৫৯, হাদিস: ২৫০৪)** হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমনিভাবে দেওয়াল এবং পর্দা মানুষের দৃষ্টির জন্য বাধা হয় ঠিক তেমনিভাবে এই আল্লাহ পাকের যিকির জ্বিনদের দৃষ্টির সামনে অন্তরাল হবে যে, জ্বিনেরা এই (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) কে দেখতে পারবে না। **(মিরাত, পৃ: ১/২৬৮)** ✯ যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্বেও সুন্দর ও মার্জিত পোশাকাদি

পরিধান করা (বিনয়ের কারণে) বর্জন করে আল্লাহ পাক তাকে কারামতের পোশাক পরিধান করাবেন। **(আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদিস: ৪৭৭৮)**

ঘোষণা

পোশাকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৭ মে ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

পোশাক পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

পোশাক হালাল উপার্জন থেকে যেন হয় এবং যেই পোশাক হারাম ইনকাম দ্বারা অর্জিত হয়, তা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলবী, পৃ: ৩৬)** ✯ (পোশাক) পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন (কেননা এটি সুন্নাত) যেমন যখন পাঞ্জাবী ইত্যাদি পরিধান করবেন তখন ডান হাত আগে পড়বেন এরপর বাম হাত পড়বেন। **(প্রাগুক্ত পৃ: ৪৩)** ✯ একইভাবে পায়জামা ইত্যাদি পরিধানের সময় আগে ডান পা এরপর বাম পা পরিধান করুন এবং যখন (জামা বা পায়জামা, প্যান্ট) খুলবেন তখন এর উল্টো করবেন অর্থাৎ বাম দিয়ে শুরু করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুকরিয়া আদায় করার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "শুকরিয়া আদায় করার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা:

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا۔

অনুবাদ: আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد